তারিখ ... 12 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

প্রয়োজন টিউশন ফির নীতিমালা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে ইচ্ছামতো

- যখন-তখন বাড়ানো হয় টিউশন ফি
- সুপারিশ করেই দায়িত্ব শেষ ইউজিসির
- আয়-ব্যয়ের হিসাব 'হাস্যকর'

শরীফুল আলম সুমন ▷

রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর বিবিএর কোর্স ফি ছিল চার লাখ টাকা। চলতি বছরের শুরু থেকে এবার তা বাড়িয়ে ছয় লাখ টাকা করা হয়েছে। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ফি ১০ লাখ টাকা পর্যন্তও রয়েছে। তিন বছরের এই শিক্ষাক্রম শেষ করতে একজন শিক্ষার্থীকে দিতে হয় এই টাকা। এর বাইরেও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ তো রয়েছেই। আর একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই একই কোর্স শেষ করতে বড়জোর প্রয়োজন হয় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। এর ওপর পাওয়া যায় সামান্য টাকার বিনিময়ে আবাসন ও খাবার সুবিধা। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইচ্ছামতো ফি বাড়ালেও সরকার নিশ্চুপ। তারা 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' নামে একটি আইন করলেও এর তোয়াক্কা করছে না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ আইনে বলা আছে, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে হবে অলাভজনক ও সেবামূলক। তবে প্রতিষ্ঠার পর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা 'অলাভজনক' ও 'সেবা' এই দুটি শব্দ ভুলে উচ্চশিক্ষাকে আর দশটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মতোই পরিচালনা করছেন। এ জন্য দফায় দফায় বাড়ানো হয় বেতন-ফি। এ ছাড়া নানা নামে নানা খাতে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, ভ্যাট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হলে নিশ্চিতভাবেই ফি বাড়বে। আর তা ঘুরেফিরে শিক্ষার্থীদেরই দিতে হবে। সরকার ভ্যাট নিয়ে এত কিছু বলছে অথচ প্রতিনিয়তই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফি বাড়াচ্ছে, তা নিয়ে কথা বলছে না। যেহেতু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান তাই সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে সরকারেরই ফি নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত।

জানা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বেশ কিছু নির্দেশনা থাকলেও টিউশন ফি নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা নেই। বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এটা ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে চলবে। তাই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরাই যৌক্তিকভাবে ফি নির্ধারণ করবেন। কিন্তু

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

প্রয়োজন টিউশন ফির নীতিমালা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সে আইনের তোয়াক্কাই কেউ করছে না। রাজধানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিন বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স শেষ করতে তিন লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ফি দিতে হয় শিক্ষার্থীকে। এ ছাড়া মাস্টার্স কোর্স করতে আরো প্রয়োজন হয় দুই থেকে ছয় লাখ পর্যন্ত।

চলতি অর্থবছর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফির ওপর ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট বসানো হলে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক বন্ধ করে আন্দোলন করলে অচল হয়ে পড়ে ঢাকা। এর পরই সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, এই ভ্যাট শিক্ষার্থীরা দেবে না, দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীরা বলছে, এই ভ্যাট বিশ্ববিদ্যালয় দিলেও বেড়ে যাবে তাদের টিউশন ফি, যা শিক্ষার্থীদেরই দিতে হবে। টিউশন ফি তো আর সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না।

জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই ভ্যাট থাকার কোনো যুক্তিই দেখছি না। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন গড়ে এক হাজার টাকা খরচ করে। অথচ আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, যারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের ৫০ শতাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। একজন ড্রাইভার, যার আয় প্রতিদিন এক হাজার টাকা তাঁর সন্তানও পড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে কিভাবে এক হাজার টাকা খরচ করবে? আসলে সরকারের লোকজনই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে। তারা সকল নিয়মনীতির ঊর্ধ্বে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত ফি নির্ধারণ করে দেওয়া।'

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যিনি সেবাটা পাচ্ছেন তাঁকেই সংজ্ঞানুযায়ী ভ্যাট দিতে হবে। তাহলে এনবিআরই তো সংজ্ঞা মানছে না। তবে ভ্যাট ছাত্রদের ওপর চাপানো উচিত নয়। এই কনসেপ্টটাই ভুল। তবে যারা লাক্সারিয়াস বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কাছ থেকে অন্য কোনোভাবে অবশ্যই ভ্যাট নেওয়া যেতে পারে। আর শুধু ভ্যাটের ব্যাপারটাই নয়, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফিও সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। আর সার্ভিস না দিয়ে তো ফি নেওয়া উচিত নয়।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ কবির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটা কমিশন করে সকল প্রকার ফি ইউজিসিকেই নির্ধারণ করা উচিত, এটা আমরাও মনে করি। কারণ এক বিশ্ববিদ্যালয় কম নেয় আবার আরেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো তার দ্বিগুণ নেয়। এতে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়েই দোষ আসে। আসলে উচ্চশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইউজিসিকে আরো শক্তিশালী করার বিকল্প নেই।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন 'নো ভ্যাট অন এডুকেশন'-এর মুখপাত্র জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের প্রধান দাবি ভ্যাট প্রত্যাহার। এরপর আমরা চাই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ইউজিসির মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টিউশন ফি নির্ধারণের নীতিমালা। আমাদের তিন দিনের ধর্মঘটের দাবিতে কিন্তু আমরা দুটি বিষয়ই উল্লেখ করেছি।'

নাম প্রকাশ না করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাখিল ইসলাম বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বছর শেষে তারা শত শত কোটি টাকা লাভ করে। টিউশন ফি কম নিলেও তো চলে। বিষয়টি নিয়ে এখনই কথা বলার সময় এসেছে। আমরা আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে এ বিষয়টিও সম্পৃক্ত করব।'

ইউজিসি সূত্র জানায়, দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৮৩টি। এর মধ্যে ঢাকায়ই রয়েছে ৫০টি। সারা দেশে এখনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শতাধিক অবৈধ ক্যাম্পাস রয়েছে। কিন্তু ইউজিসি সম্প্রতি ৪৮টি ক্যাম্পাসের ওপর সতর্কতা জারি করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। ইউজিসির কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ধরনের সম্পর্ক থাকায় তাদের সতর্কতারআওতায় আনা হয়নি বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার পর এখনপর্যন্ত মাত্র দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদ লাভ করেছে। ১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে ১১টি সেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে এবং তিনটির নকশা অনুমোদন পেয়েছে। অন্যদিকে অনুমোদন পাওয়ার সাত বছর পার হয়েছে এমন ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তোলার পরও ঢাকায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে চলতি মাসের মধ্যেই বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা যেতে পারেনি। তাদের আবার সময় বাড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৩ সালে ৬৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৫৪ হাজার ১৬০ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি লাভ করেছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক ডিগ্রি পেয়েছেন অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে। এরপরই আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে পেয়েছেন চার হাজার ১৭৯ জন, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছেন দুই হাজার ৭৩০ জন, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে দুই হাজার ৬১৯ জন ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে পেয়েছেন দুই হাজার ৪২০ জন।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ ৪০তম বার্ষিক প্রতিবেদনে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদানকারী বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ক্যাম্পাস রয়েছে বলে বলা হয়েছে। শিক্ষাবিদদের প্রশ্ন, অবৈধ ক্যাম্পাসের ডিগ্রি কিভাবে বৈধ হয়? অবৈধ ক্যাম্পাসে তো ঠিকমতো পড়ালেখা হয় না। তাহলে কি ইউজিসি অবৈধ ডিগ্রিরই বৈধতা দিয়েছে?

২০১৩ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাবও 'হাস্যকর'। ৬৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট আয় ছিল প্রায় এক হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা। গড়ে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ আয় করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল, দ্বিতীয় ব্র্যাক ও তৃতীয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। ওই বছরেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ব্যয় ছিল এক হাজার ৮৯০ কোটি টাকা। গড় হিসেবে তা প্রায় ২৯ কোটি টাকার মতো। তবে দেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ তাদের আয়-ব্যয়ের কোনো হিসাব দেয়নি ইউজিসিকে। আর ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় একেবারেই সমানে সমান। এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, প্রাইম, বরেন্দ্র, সোনারগাঁও এবং ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই আয়-ব্যয়ও প্রায় সমান সমান। শিক্ষাবিদরা বলছেন, আয়-ব্যয় কিভাবে কাঁটায় কাঁটায় সমান হয়? উন্নয়ন কাজের জন্যও তো কিছু টাকা থাকা দরকার। এর ভেতরে নিশ্চয়ই ঘাপলা আছে। ২০১৩ সালে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সিন্ডিকেট সভা হয়নি। এগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, প্রিমিয়ার, রয়েল, প্রেসিডেন্সি, ইস্ট ডেলটা, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, প্রাইম, দারুল ইহসান, বিজিএমইএ, ফার্স্ট ক্যাপিটাল, ঈশাখা ইন্টারন্যাশনাল, ফেনী, ব্রিটানিয়া, পোর্ট সিটি ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস। ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল হয়নি। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-২০১০ আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয় সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদন হওয়ার কথা। আর একাডেমিক কাউন্সিলে একাডেমিক বিষয় আলোচনা হয়। শিক্ষাবিদরা বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এত টাকা খরচ করেছে সিন্ডিকেট সভা ছাড়া। তাহলে তাদের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চ মুনাফার কথা স্বীকার করেছে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীরা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম হায়দার বলেন, 'আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে